

## স্পট | বিকেএসপি

পুনর্বাঁসন  
ক্যাম্প

বাংলাদেশে ক্রিকেটের সবকিছুতেই ঘাটতি রয়েছে। অভিজ্ঞতায়, মাঠে, পেশাদারিত্বে, ব্যাটসম্যান, বোলার সবকিছুতেই। বাংলাদেশের ব্যাটিং লাইনআপ নিয়ে গর্ব করা হলেও বোলিং নিয়ে কারও মাথা ব্যথা নেই। অথচ তুলনামূলক বোলাররাই ভাল করছে বলা যায়। গত কয়েক বছরে বাংলাদেশে বেশ কয়েকজন প্রতিশ্রুতিশীল পেস বোলার এসেছে। এরা অধিকাংশই এখন ভুগছে ইনজুরিতে। বিকেএসপিতে চলছে ৫ পেসারকে ইনজুরি থেকে সারিয়ে তোলার ক্যাম্প। বিকেএসপি ঘুরে এসে রিপোর্ট করেছেন রিপন হায়দার



ম্যাচে বাবুর এই হাসি দেখতে অপেক্ষা করতে হবে আরো কিছু দিন



শান্ত ও বাবু : ট্রেনিংয়ের এক পর্যায়ে

বিকেএসপিতে পৌঁছাতে পৌঁছাতে সকাল সাড়ে দশটা। ততক্ষণে পাঁচ পেসারকে নিয়ে ‘পুনর্বাঁসন ক্যাম্পের’ প্রথম সেশন শুরু হয়ে গেছে। ইনজুরি আক্রান্ত ৫ জন খেলোয়াড়ের ফিটনেস ফিরিয়ে আনতে বিসিবি’র ডেভেলপমেন্ট কমিটির উদ্যোগে ২৯ সেপ্টেম্বর বিকেএসপিতে শুরু হয়েছে পুনর্বাঁসন ক্যাম্প। প্রশিক্ষকের দায়িত্ব পালন করছেন বাংলাদেশ জাতীয় ক্রিকেট দলের সাবেক কোচ সারোয়ার ইমরান। সঙ্গে আছেন ফিজিও আজমল হুদা মিঠু। বিকেএসপির গোটের আনুষ্ঠানিকতা একটু তাড়াতাড়ি সারতে চাইছিলাম। কিন্তু নিরাপত্তাকর্মী জানাল, উপ-পরিচালক আব্দুল খালেকের সঙ্গে কথা বলতে হবে। উপ-পরিচালকের কার্যালয়ে গিয়ে পরিচয় দিলাম। কোচ সারোয়ার ইমরানের পূর্বনির্ধারিত অ্যাপয়েন্টমেন্ট থাকায় তিনি আশ্বস্ত হলেন এবং ক্যাম্পে যাওয়ার অনুমতি দিলেন। পেসাররা বর্তমানে কোথায় অনুশীলন করছে জানতে চাইলে তিনি ট্রেনিং হোস্টেলে যেতে বলেন। ট্রেনিং হোস্টেলে গিয়ে খোঁজ নিয়ে জানা গেল পেসাররা সুইমিংপুলে। সুইমিংপুলে দেখা গেল পেসাররা নিবিষ্টচিত্তে সাঁতার কাটছেন। পাশেই কোচ সারোয়ার ইমরান এবং ফিজিও আজমল হুদা মিঠু পেসারদের পরখ করছেন আর বিভিন্ন নির্দেশ দিচ্ছেন। সারোয়ার ইমরানকে পরিচয় দিয়ে ছবি তোলার অনুমতি চাইলাম। ফটোগ্রাফার ছবি তুলতে লাগলেন। কোচ জানালেন, প্রতিদিন দু’বেলা পেসারদের অনুশীলন করানো হয়। এখানে এসে পৌঁছানোর আগে পেসারদের অ্যারাবিক সাঁতার এবং অ্যাকোয়া অক্সারসাইজ করানো হয়েছে। পেস বোলারদের জন্য বাড়তি দম

প্রয়োজন। সাঁতার পেসারদের দম বাড়াতে সাহায্য করে বলে জানালেন কোচ। ১২টা বাজার সঙ্গে সঙ্গে ফিজিও পেসারদের পুল থেকে উঠে আসার নির্দেশ দিলেন। সবাই উঠে এসে বিভিন্ন ভঙ্গিমায় ক্যামেরার সামনে পোজ দিলেন। শান্তর সঙ্গে কথা হলো। তিনি একে একে মুশফিক বাবু, তারেক আজিজ, মোহাম্মদ শরীফ, মর্তুজা বিন মাশরাফির সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন। পাঁচ পেসার আমাদের রুমে যাওয়ার আমন্ত্রণ জানিয়ে রুমে চলে গেলেন। কোচের সঙ্গে হোস্টেলের দিকে চললাম। কথা প্রসঙ্গে সারোয়ার ইমরান মাশরাফির সম্ভাবনার কথা বলছিলেন। অল্পদিনে এরকম ইনজুরড হওয়ার কারণ সম্পর্কে তিনি বলেন, 'দোতলা বিল্ডিং-এর ভিত্তির ওপর পাঁচতলা বিল্ডিং নির্মাণ করলে যা হয়। তাই হয়েছে ওর ক্ষেত্রে।' ইমরান সারোয়ার বাংলাদেশ দলের সাম্প্রতিক সময়ের পারফরমেন্স নিয়ে কথা বললেন। বাংলাদেশের গত ম্যাচগুলোতে ব্যাটিং-এর ক্ষেত্রে তথৈবচ অবস্থা। তাকে এর কারণ জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন, 'বাংলাদেশ এখনও নবীন দল। ডিফারেন্ট কন্ডিশনে খেলার জন্য বাংলাদেশ এখনও অভ্যস্ত নয়। আর একসঙ্গে অনেক সিনিয়র প্লেয়ারকে দল থেকে বাদ দেয়াও একটি অন্যতম কারণ।' পেসাররা হোস্টেলে ফিরে গোসল, লাঞ্চ সারলেন। আমরাও লাঞ্চে তাদের সঙ্গী হলাম। রুমে ফিরে শান্ত, মুশফিক বাবু ঘুমিয়ে পড়লেন। ফিজিও আজমল হুদা মিঠুর সঙ্গে কথা হলো কিছুক্ষণ। তাকে বিশ্রামের সুযোগ দিয়ে নবীন



সাঁতার : দম বাড়ানোর প্রক্রিয়া

## ‘বাংলাদেশের পেস বোলিং



# আন্তর্জাতিক মানের হয়ে ওঠেনি। কিন্তু আমরা দ্রুত উঠে আসছি’

সারোয়ার ইমরান সাবেক কোচ, জাতীয় ক্রিকেট দল ও কোচ পুনর্বাসন ক্যাম্প

**সাণ্ডাহিক ২০০০ : বিসিবি’র ডেভেলপমেন্ট কমিটির উদ্যোগে পাঁচ পেসারকে নিয়ে পুনর্বাসন কর্মসূচির ফলাফল কি?**

সারোয়ার ইমরান : এরকম পুনর্বাসন কর্মসূচির ধারণা ক্রিকেট বিশ্বের সব উন্নত দেশেই প্রচলিত। বাংলাদেশে প্রথমবারে মতো এরকম কর্মসূচির উদ্যোগ প্রশংসনীয়। বিশেষ করে আহত খেলোয়াড়দের জন্য। আহতাবস্থায় তাদের মানসিক অবস্থা ভালো থাকে না। শারীরিক অগ্রগতির সঙ্গে আমি খেলোয়াড়দের মনোবল দৃঢ় করার জন্য কাজ করছি। শান্ত এখন সম্পূর্ণ ফিট। মুশফিক বাবুও প্রায় ফিট। মাশরাফি, শরীফ, তারেকও অনেক উন্নতি করেছে।

**২০০০ : দু’সপ্তাহের এই ক্যাম্পই কি পেসারদের ফিটনেস ফিরে পাবার জন্য যথেষ্ট?**

সারোয়ার ইমরান : না। তবে শুধু দু’সপ্তাহ নয়, আগামী ১৭ অক্টোবর থেকে আমরা দ্বিতীয় দফা ক্যাম্প করব। প্রয়োজন হলে এরপর আরও ক্যাম্প করা হতে পারে।

**২০০০ : খেলোয়াড়দের ফিটনেস ফিরে পাবার জন্য কিভাবে কাজ করছেন?**

সারোয়ার ইমরান : প্রতিদিন দু’বেলা দু’ঘন্টা করে মোট চার ঘন্টা পেসারদের সুইমিং, অ্যাকোয়া এক্সারসাইজ, স্ট্রেচিং, জগিং, রানিং, বোলিং এবং জিমওয়ার্ক করাই। প্রত্যেকের ইনজুরির ধরন অনুযায়ী এক্সারসাইজ করানো হয়। শরীফ, মাশরাফি আগে দৌড়াতে পারত না, জগিং করতো। এখন তারা No. ‘৪’ এবং ইংরেজি ‘z’ এর সেপে দৌড়াতে পারে। আর সবাই সুইমিং করে দম বাড়ানোর জন্য, ওয়েট ট্রেনিং করে পেশি শক্ত করার জন্য। আর পেসারদের মনোবল ফিরিয়ে আনতে আমি সবসময় উৎসাহ যুগিয়ে যাই।

**২০০০ : বাংলাদেশ ক্রিকেট দলের পেস আক্রমণ সম্পর্কে বলুন?**

সারোয়ার ইমরান : এ কথা সত্য, বাংলাদেশের পেস বোলিং আন্তর্জাতিক মানের হয়ে ওঠেনি। আন্তর্জাতিক মান বলতে আমি বোঝাতে চাচ্ছি যে, আমাদের হয়তো একজন ম্যাকগ্ৰা বা একজন ওয়াসিম আকরাম নেই। কিন্তু আমরা দ্রুত উঠে আসছি। সাম্প্রতিক সময়ে মাশরাফি, তাপস, তালহা, তারেকদের পারফরম্যান্স তারই প্রমাণ দেয়। এক সঙ্গে অনেকগুলো একই মানের পেস বোলার বাংলাদেশের ক্রিকেটে এসেছে। দলে অন্তর্ভুক্ত হওয়ার জন্য এদের মধ্যে যে প্রতিযোগিতা হবে, সেটাই তো এদের অনেক দূর নিয়ে যাবে। আর এরা বয়সে সবাই তরুণ। এদের সামনে ভালো করার জন্য প্রশস্ত পথ।

তিন পেসার শরীফ, তারেক, মাশরাফির রুমে গেলাম। আড্ডা হলো অনেকক্ষণ। আড্ডার মাঝে অনেকবার মাশরাফির মোবাইলে মিস কল আসছিল। শেষে কিশোর মাশরাফি একজনকে ফোন করে বললেন, ‘কথা বলার ইচ্ছা থাকলে ফোন করবেন। মিস কল কেন দেন?’ মাশরাফির কথায়, আচরণে কিশোরসুলভ চাঞ্চল্য। মাশরাফি জানালেন,

ডান পায়ে দু’বার অপারেশনের ফলে দুটো স্ক্রু এখনও রয়ে গেছে। এজন্য হাঁটুতে এখনও পেইন আছে। চারটা বাজতে চলল। দ্বিতীয় সেশনের প্র্যাকটিসের জন্য সবাই প্রস্তুত হতে লাগল। কিন্তু আকাশ মুখ কালো করে আছে। বৃষ্টি হতে পারে যেকোনো সময়। তারেক আজিজকে জানালাম ‘বৃষ্টি হলে তো আউটডোর প্র্যাকটিস করতে পারবেন না?’

তিনি জানালেন, বৃষ্টি হলে সবাই জিমে চলে যাব। এভাবে কিছুক্ষণ কাটার পর আকাশ একটু পরিষ্কার হলে সবাই মাঠে গেলাম। কোচ প্রথমে সবাইকে হালকা স্ট্রেচিং করালেন। তারপর শান্ত, বাবুকে সার্কেল রানিং করতে বললেন। আর ফিজিও তারেক আজিজ, মাশরাফি, শরীফকে জগিং করাতে লাগালেন। কোচ জানালেন, আজকে নাটে বোলিং প্র্যাকটিস হবে না। এভাবে ৬টা পর্যন্ত অনুশীলন চলল। অনুশীলন শেষে আবার সবাই রুমে ফিরলেন।

বাংলাদেশ ক্রিকেট দল এখন দক্ষিণ আফ্রিকায়। ৩টি ওয়ানডে ম্যাচ খেলে বাংলাদেশের বুলিতে উল্লেখযোগ্য কিছু যোগ হয়নি, বরং ব্যর্থতার মাত্রা দিন দিন বাড়ছে। একদিনের ম্যাচে দক্ষিণ আফ্রিকার সঙ্গে বাংলাদেশ জিতবে এমন আশা কেউ করে না। তবে ন্যূনতম প্রতিরোধ গড়ে তুলবে এমন আশা সবার ছিল। সিরিজে দুটো টেস্ট খেলবে বাংলাদেশ। এখন পর্যন্ত এই সফরের উল্লেখযোগ্য আবিষ্কার পেসার তালহা যুবায়ের এবং তাপস বৈশ্য। বাংলাদেশের বোলিং লাইনআপে এ দু'জনের পারফরমেন্স মন্দের ভালো। এ রকম বাংলাদেশের ক্রিকেটে ধূমকেতুর মতো আবির্ভাব হয়েছিল বেশ কিছু বোলারের। কিন্তু বিধিবাম। জানুয়ারি থেকে দীর্ঘ আট মাস মাশরাফি মাঠের বাইরে। শুধু মাশরাফিই নয়, স্ট্রাইক বোলার শান্ত এবং অলরাউন্ডার মুশফিক বাবুসহ প্রতিশ্রুতিশীল পেসার তারেক



## হাসিবুল হোসেন শান্ত

এক সময়ের স্ট্রাইক বোলার হাসিবুল হোসেন শান্ত। বাংলাদেশী পেসারদের মধ্যে অন্যতম। গত ফেব্রুয়ারিতে জাতীয় লীগের একটি ম্যাচ খেলার সময় তার পুরনো পিঠের ব্যথা আবার মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। ক্রিকেট থেকে ছিটকে পড়েছেন ৭ মাস হলো। জাত ক্রিকেটার বলেই হয়তো সময়টা তার কাছে দীর্ঘ মনে হচ্ছে। এখন শান্ত ফিট, পুরোপুরি। ২৬ বছর বয়সী এই ক্রিকেটার ২৯টি ওয়ানডে ম্যাচ খেলে পেয়েছেন ২৯টি উইকেট এবং ৪টি টেস্টে ৫টি উইকেট। গড় বিচারে যা মোটেই খারাপ নয়। ২০০১ এর নভেম্বরে জিম্বাবুয়ের সঙ্গে তার শেষ আন্তর্জাতিক ম্যাচ খেলা। সেই ম্যাচে ৩ ওভারে ২৩ রান দিয়েছিলেন। CRP-র একজন ডাক্তার তার চিকিৎসার ভার নেন। ডাক্তার ফিলের রিপোর্ট

তিনি ডা. চান্দ্রির কাছে পাঠালে চান্দ্রি তাকে জানান যে, ইনজুরি তেমন গুরুতর নয়। অল্প দিনের মধ্যেই মাঠে ফেরা সম্ভব। উজ্জীবিত হয়ে ওঠেন শান্ত। বিভিন্ন সময়ে বাংলাদেশ দলের ফিজিও জন গ্লুস্টারও নানাবিধ পরামর্শ দেন, বিভিন্ন এক্সারসাইজ করতে বলেন। তাতে বেশ কাজ হয়েছে। মাঠে ফেরার লড়াইয়ে এই পাঁচ পেসারের মধ্যে শান্তই এখন সবচেয়ে এগিয়ে। কোচ সারোয়ার ইমরানের কাছে শান্তের বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে জানতে চাইলে তিনি বলেন, 'শান্ত এখন সম্পূর্ণ ফিট। নির্বাচিত হলে সামনে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে হোম সিরিজে ওকে খেলানো যেতে পারে। আমি ওর বায়োমেকানিকাল চেকজ করে দিয়েছি। আর এই ক্যাম্পে ওর সিরিয়াসনেস দেখে মনে হয়েছে ও ভালো করবে।' শান্ত এখন শুধু প্র্যাকটিস ম্যাচ খেলতে চায়। প্রমাণ করতে চায় তার সামর্থ্য 'আপনি তো ফুরিয়ে যাচ্ছেন'- এই অভিযোগ করলে শান্ত দৃঢ় কণ্ঠে তার প্রতিবাদ করেন, 'কথাটা ঠিক নয়। প্রত্যেক খেলোয়াড়ের খারাপ সময় যায়।

ভালো খেলে প্রমাণ দিতে পারি, আমি এখনও হারিয়ে যাইনি। একই কথা প্রতিফলিত হলো কোচের মন্তব্যে, 'ওর বয়স তো বেশি না, মাত্র ২৬। পেস বোলারদের জন্য এটাই শ্রেষ্ঠ সময়। ওয়াসিম আকরাম, কপিল দেবের মতো বোলাররা এই বয়সেই তাদের কেরিয়ারে সর্বোচ্চ সাফল্য পেয়েছেন। আমি মনে করি, বাংলাদেশ টিম অনেকদিন ওর কাছ থেকে সার্ভিস পাবে।' এ ধরনের 'পুনর্বাসন ক্যাম্প'-এর প্রয়োজনীয়তা জানতে চাইলে শান্ত বলেন, 'ক্রিকেট বিশ্বের সব উন্নত দেশে এ রকম ক্যাম্প হয়। এর সবচেয়ে বড় সুবিধা হলো, এখানে একটি সিস্টেমের মধ্যে থাকতে হয়। সেটা হয়তো বাসায় থাকলে মেনে চলা সম্ভব হয় না। আর ঢাকায় তো বিকেএসপি'র মতো অনুশীলনের সব ফ্যাসিলিটিজ পাওয়া যায় না। ফুল ফিটনেস ফিরে পাবার আগ পর্যন্ত এরকম ক্যাম্প করা দরকার।'



কঠিন অধ্যাবসায়, ইচ্ছা দলে ফেরার

আজিজ, মোহাম্মদ শরীফ অনেক দিন খেলার মধ্যে নেই। খেলোয়াড়রা ধীরে ধীরে তাদের ফিটনেস ফিরে পাচ্ছেন। এ জন্য তারা খেলতে চান প্র্যাকটিস ম্যাচ। সবার কণ্ঠে প্রতিশ্রুতি হয়েছে এই একটি কথা, 'ফিটনেস ফিরে পাবার জন্য প্র্যাকটিস ম্যাচ খেলার সুযোগ চাই, নিজেদের প্রমাণ করতে চাই।'

টেস্ট খেলুড়ে একটি দেশের খেলোয়াড়দের সবরকম দায়-দায়িত্ব সে দেশের ক্রিকেট বোর্ডের। পুনর্বাসন ক্যাম্পের মতো বিসিবি'র এরকম উদ্যোগের ফলে এদেশের ক্রিকেটাররা খেলার সময় অনেকটা নির্ভর হয়ে খেলতে পারবে। এবারের মতো ট্রেনিং ক্যাম্প শেষ হবে ১২ অক্টোবর। মাঝে ৫ দিন বিরতি দিয়ে ১৭ অক্টোবর থেকে

দ্বিতীয় দফা ক্যাম্প শুরু হবে বলে বিসিবি'র দায়িত্বশীল সূত্রে জানা যায়। শান্ত এবং মুশফিক বাবু ছাড়া আর কেউ এখনও বোলিং করতে না পারলেও এই ক্যাম্পে বোলারদের শারীরিক উন্নতি লক্ষণীয়। এই ধারাবাহিকতা বজায় থাকলে কিছুদিনের মধ্যে তারা খেলায় ফিরতে পারবে। শান্ত ওয়েস্ট ইন্ডিজের সঙ্গে সিরিজের আগেই পুরোপুরি ফিটনেস ফিরে পাবেন। অন্যরাও বিশ্বকাপে খেলার ব্যাপারে আশাবাদী। মাশরাফি'র যদি বিশ্বকাপে খেলতে পারেন, তাহলে উপকৃত হবে বাংলাদেশ। এর পুরো কৃতিত্বই পাবে বিসিবি'র উদ্যোগে গঠিত এই পুনর্বাসন ক্যাম্প।

ইনজুরি আক্রান্ত ৫ জন খেলোয়াড়ের সাথে সাপ্তাহিক ২০০০-এর পক্ষ থেকে কথা



বলা হয়েছে তাদের ইনজুরির কারণ ও প্রকৃতি সম্পর্কে। প্রত্যেকেই আশাবাদ ব্যক্ত করেছেন খুব দ্রুত জাতীয় দলে ফিরে আসার।

## মোহাম্মদ শরীফ

থ্রোয়েন ইনজুরিতে পড়ে মোহাম্মদ শরীফ এখন দলের বাইরে। গত ৬ মাস থেকে ট্র্যাকের বাইরে থাকা এই বোলার ফিরে আসার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করছেন। ১২টি ওয়ানডে খেলে ১২টি উইকেট এবং টেস্টে তার সংগ্রহ ১৪ উইকেট। পাকিস্তানের বিরুদ্ধে সাফল্যের সঙ্গে সিরিজ শেষ করা এই তরুণকে বোর্ড থেকে এমআর এফ পেস ফাউন্ডেশনে পাঠানো হয় সিরিজ শেষ হওয়ার পরদিন। ১৮ বছর বয়সী এই বোলারের জন্য তা চাপে পরিণত হয়। সেখানে কঠোর অনুশীলন করতে গিয়েই তার ককসিসের ব্যথা এবং থ্রোয়েন ইনজুরির শুরু। শরীফ বলেন, 'সিরিজ যেদিন শেষ হয়, সেদিনই আমাকে এমআরএফ-এ যাওয়ার কথা জানানো হয়। সিরিজ খেলে শারীরিকভাবে ছিলাম ক্লান্ত। আর তাছাড়া মানসিক প্রস্তুতিও ছিল না। ৫-১০ দিন রেস্ট পেলে খুব ভালো হতো।' দেশে ফিরে ডা. দেবশীষের শরণাপন্ন হন শরীফ। ডা. দেবশীষ তাকে অনেকখানি



সারিয়ে তোলেন। তারপর আবার তাকে পাঠানো হয় ডা. চান্দ্রির কাছে। ডা. চান্দ্রি তাকে দেখে এক মাসের মধ্যে ক্রিকেটে ফিরে আসার আশ্বাস দেন। কিন্তু এক মাস পেরিয়ে গেলেও ক্রিকেট খেলার মতো অবস্থায় ফিরে আসতে পারেননি শরীফ। তার বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে কোচ জানান, 'শরীফ এখন দৌড়াতে পারে। বোলিং করার মতো অবস্থা



## মতুজা বিন মাশরাফি

মাশরাফি শুরু করেছিলেন ভালোই। ৩টি ওয়ানডেতে ৪ উইকেট এবং ৪ টেস্টের ৫ ইনিংসে ১২ উইকেট। তাই তার ওপর চাপটা ছিল বেশি। তাকে দিয়ে ওভার বোলিং করানো হয়েছে প্রায় প্রতিটি ম্যাচে। নিউজিল্যান্ডে তাকে এক ইনিংসে ২৯ ওভার পর্যন্ত বোলিং করতে হয়েছে। এই চাপ নিতে পারেনি মাশরাফি।

জানুয়ারিতে নিউজিল্যান্ড সফর শেষে মাশরাফি পড়ে যান ব্যাক পেইন ইনজুরিতে। এই ইনজুরি থেকে সেরে ওঠার জন্য অনুশীলন করতে গিয়ে গত মার্চে হাঁটু ভেঙে যায় মাশরাফির। সেই সঙ্গে দল থেকে দীর্ঘদিন নির্বাসনও নিশ্চিত হয়ে যায়। বিসিবি তখন তাকে ভারতের ক্রিকেট ইনজুরি বিশেষজ্ঞ ডা. টমাস এ চান্দ্রির কাছে পাঠায়। সেখানে তার পায়ে দুটো

অপারেশন করা হয়। তারপর শুরু হয় ফিটনেস ফিরে পাবার জন্য কঠোর শারীরিক ও মানসিক প্রস্তুতি। যে পথে অনেক দূর এগিয়েছেন মাশরাফি। কিন্তু এখনো অনেক পথ বাকি। মাশরাফির বাম পা ইনজুরিগ্রস্ত। অনুশীলনে তাকে ডান পায়ের ওপর বেশি ভর দিতে হয়। ফলে ডান পায়ের ওপর অনেক চাপ পড়ে। তার বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে জানতে চাইলে ফিজিও আজমল হুদা মিঠু বলেন, 'ওকে এখন আমি ট্রান্স কিউটেনিয়াম নার্স স্টিমুলেটর খেরাপি দিচ্ছি। ওর ইনজুরিড পা এখন অনেক ভালো। এই পায়ে দুটো স্ক্রু আছে। সেখানে কিছুটা ব্যথা আছে। ওর বাম পায়ের গ্লোথ ভালো। সেটা অনেকটা ইমপ্রুভ করেছে। অন্য পায়ে চাপ পড়ার ফলে সেটা টায়ার্ড হয়ে যায়। তাই এটাতেও হালকা ব্যথা অনুভূত হচ্ছে। এখন আমি ওর স্ট্রেন্থ-এর ওপর কাজ করছি।' কবে নাগাদ মাশরাফি ক্রিকেটে ফিরবে? এ প্রশ্নের উত্তরে ফিজিও বলেন, 'নির্দিষ্ট করে বলা যাচ্ছে না। পুরোপুরি ফিট হলেই কেবল ওকে দিয়ে আন্তর্জাতিক ম্যাচ খেলানো যেতে পারে। আন্তর্জাতিক ম্যাচে অনেক প্রেসার। এজন্য ওর প্রথমে ঘরোয়া লীগ খেলা উচিত। ক্রিকেটে দ্রুত ফিরে আসতে হলে ওকে এক্সট্রা জিমওয়ার্ক করতে হবে। আর দম বাড়ানোর জন্য আমি ওকে সুইমিং করাচ্ছি। দৌড়ানোটা যেহেতু একটা ঝুঁকি, তাই সুইমিংয়ের মাধ্যমে ধীরে ধীরে দম বাড়ানোর কাজটা করছি।' ফিরে আসার জন্য মাশরাফি উদগ্রীব হয়ে আছেন। মাশরাফির অন্তর্ভুক্তি বাংলাদেশ দলের জন্য প্লাস পয়েন্ট সন্দেহ নেই। কিন্তু পুরোপুরি ফিট হওয়ার আগেই যদি তাকে দিয়ে খেলানো হয়, সেটা হবে বিপজ্জনক সিদ্ধান্ত। সে কথাই জানালেন কোচ, 'পুরোপুরি সেরে ওঠার আগে ওকে ব্যবহার করা হলে ও যদি দ্বিতীয়বার ইনজুরিতে পড়ে, তবে অনেকদিন ওকে আবার খেলার বাইরে থাকতে হবে। সেটা বাংলাদেশ দলের জন্য নিশ্চয়ই সুখকর হবে না।' বিশ্বকাপ খেলার ব্যাপারে মাশরাফি আশাবাদী। বিশ্বকাপের বাকি আর চার মাস। এই চার মাসের মধ্যে মাশরাফির ১০০% ফিট হওয়া সম্ভব নয় বলে মনে করেন কোচ সারোয়ার ইমরান।

এখনও তৈরি হয়নি। দৌড়াতে পারা আর বোলিং করতে পারা এক কথা নয়। বোলিং করার সময় ৮ গুণ বেশি শক্তি নিয়োগ করতে হয়।' এই ক্যাম্পে শরীফ হালকা এক্সারসাইজ, জগিং এবং জিম ওয়ার্ক করছেন।

কোচ ইমরান সারোয়ার তার ক্রটিযুক্ত বোলিং অ্যাকশনেও পরিবর্তন করছেন। এই ক্রটিযুক্ত অ্যাকশন অনেক সময় ইনজুরির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। বিশ্বকাপের আগেই মাঠে নামতে পারবেন বলে শরীফ মনে করেন। এমনকি ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে হোম সিরিজের আগেই ফিট হবেন বলে শরীফের বিশ্বাস। যদিও সকলের সঙ্গে কথা বলে বাস্তবতা ভিন্ন মনে হয়েছে।

## মুশফিক বাবু

বাংলাদেশ 'এ' দলের সঙ্গে কেনিয়া সফরের আগে সার্কিট ট্রেনিংয়ের সময় শিরদাঁড়ায় আঘাত পান অলরাউন্ডার মুশফিক বাবু। এখন অনেকটা ফিট। নেটে বলও করছেন। এখানে ফিজিও আজমল হুদা মিঠু তাকে আলট্রাসাউন্ড খেরাপি দিচ্ছেন, যা ফ্যাসেট জয়েন্টে যে লিগামেন্ট থাকে তার প্রদাহ কমিয়ে আনতে সাহায্য করে। আর দিচ্ছেন সম্ভ্রতি বাংলাদেশে আসা ম্যাকিজি ট্রিটমেন্ট, যা এই সব ইনজুরির ক্ষেত্রে বেশ কার্যকর। মুশফিক বাবু শেষ ম্যাচ খেলোছেন দেড় বছর আগে জিম্বাবুয়ের সঙ্গে। তারপর দীর্ঘদিনের একটা গ্যাপ। এর কারণ সম্পর্কে জানতে চাইলে বাবু বলেন, 'আমাকে সব



সময় অলরাউন্ডার বলা হয়। কিন্তু ব্যাটিংয়ের সময় আমাকে খেলানো হয় ১০ কিংবা ১১ নম্বর পজিশনে। তাহলে কিভাবে আমি আমার ব্যাটিং সামর্থ্য প্রমাণ করব?’

গত বছর ঘরোয়া লীগে বাবুর পারফরম্যান্সও ভালো ছিল। ১২ ম্যাচ খেলে ৩টা হাফ সেঞ্চুরিসহ ৪০০ রান এবং ২৪টি উইকেট সংগ্রহ করেন বাবু। ভালো নৈপুণ্যের ফলস্বরূপ ‘এ’ টিমের হয়ে কেনিয়ায় খেলার সুযোগ পেয়েছিলেন। কিন্তু ইনজুরিতে পড়ে সব ভেঙে যায়। এখন প্রায় ফিট বাবু প্র্যাকটিস ম্যাচ খেলার সুযোগ চান। সেখানে নিজেকে প্রমাণ করে সামনে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে সিরিজে নিজেকে দলভুক্ত দেখার ব্যাপারে দৃঢ় আশাবাদ ব্যক্ত করেন মুশফিক বাবু। ফিজিও এবং কোচও নবেম্বরের আগেই বাবুর ফিট হওয়ার আশা প্রকাশ করেন।

## তারেক আজিজ খান

গত জুলাই মাসে শ্রীলঙ্কা সফরে একটি প্র্যাকটিস ম্যাচ খেলার সময় আহত হন তারেক আজিজ খান। বাংলাদেশ জাতীয় দলের প্রতিশ্রুতিশীল এই পেস বোলারের ডেবু হয় ২০০১-এর নবেম্বরে। এর মধ্যে ৩টি ওয়ানডে খেলে পেয়েছেন ৪ উইকেট।

২০০২-এর জানুয়ারিতে বাংলাদেশ ‘এ’ টিমের হয়ে ওয়েস্ট ইন্ডিজ ‘বুস্টা কাপ’ খেলেন। ৩টি চারদিনের ম্যাচ খেলে পেয়েছিলেন ১৪ উইকেট। তারপর সম্ভাবনাময় তারেক আজিজ শ্রীলঙ্কা সফরে জাতীয় দলে অন্তর্ভুক্ত হন। কিন্তু একটি প্র্যাকটিস ম্যাচে শ্রো করতে গিয়ে পায়ে ঝাঁকি লেগে হাঁটুর টেনডন ছিঁড়ে যায়। খেলা হয় না সিরিজ। দেশে ফেরত পাঠানো হয় তাকে। তারপর ব্যাঙ্গালোরে ডা. চান্দির কাছে পাঠানো হয়। ডা. চান্দি কোনোরকম অস্ত্রোপচার ছাড়াই তার পা প্লাস্টার করে দেন। অল্প কিছুদিন আগে তার প্লাস্টার খোলা হয়েছে। এখনও দৌড়াতে পারেন না তিনি। জগিং করছেন। ট্রেনিং ক্যাম্প থেকে



প্রাপ্ত ফল সম্পর্কে জানতে চাইলে তারেক আজিজ বলেন, ‘আহত খেলোয়াড়দের জন্য এরকম ক্যাম্প অনেক সুফল বয়ে আনে। কারণ এখানে একটা শৃঙ্খলার মধ্যে থাকতে হয়।’ বোলিং করার মতো ফিটনেস এখনও পাননি তারেক। তারেক আজিজকে অ্যাকশনে দেখতে হয়তো ক্রিকেটামোদী দর্শকদের আগামী বিশ্বকাপ পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে।

বাংলাদেশের ক্রিকেটের এখন ক্রান্তিকাল। ক্রিকেট দল একের পর এক হতাশাজনক ফলাফল উপহার দিচ্ছে। ক্রিকেট বোর্ডও স্থবির। ‘ওয়ান ম্যান আর্মি’ আলী আসগর লবীর নির্দেশেই চলছে সবকিছু। বিসিবি’র সভাপতি ও পরিচালক আলী আসগর লবী এবং আশরাফুল হক এশিয়ার ক্রিকেটকে নেতৃত্ব দিচ্ছেন। কিন্তু কিছুতেই সামাল দিতে পারছেন না নিজ দেশের ক্রিকেটকে। জাতীয় দল, ‘এ’ দল ও ডেভেলপমেন্ট একাদশ নামে তিনটি দল ঘোষিত হলো। নির্বাচকরা এ ব্যাপারে কিছুই জানেন না। অদ্ভুত ব্যাপার হলো এই বিষয়ে বিসিবির সভাপতিও কিছু জানেন না বলে সাংবাদিকদের জানিয়েছেন। নির্বাচকরা পদত্যাগ করেছেন। এরকম আরো অনেক ভুতুরে কাণ্ডের ভেতর দিয়ে এগুচ্ছে বাংলাদেশের ক্রিকেট। পাশাপাশি জাতীয় দল খারাপ করছে বলে অনেক কথা উঠছে। কিন্তু প্রশ্ন হল দল খারাপ করবে না কেন? একটি দলের বোর্ড নেই, মাঠ নেই, সংগঠক, কর্মকর্তা নেই, সেই দল এগোবে কিভাবে? বিগত সময়ে সাবেক হোসেন চৌধুরী বোর্ডকে সফলভাবে নেতৃত্ব দিয়েছেন। কিন্তু লবীর ক্রিকেট সম্পর্কে অজ্ঞতা, ক্রিকেট বোর্ডে ক্রিকেট ভালোবাসেন না এমন লোকের নেতৃত্বে ক্রিকেটকে পিছিয়ে দিচ্ছে। এ সময় পুনর্বাসন ক্যাম্পের মতো একটি মহতী উদ্যোগ সকলের সাধুবাদ কুড়িয়েছে।

ছবি : এড্ডু বিরাজ

## ব্যক্তিগত বিজ্ঞাপন

‘আমি হৃদয়ের কথা বলিতে ব্যাকুল, শুধাইলো না কেহ’। সদ্য ফোটা পদ্ম ফুলের মতো সুন্দর, শিক্ষিতা ও সংস্কারমুক্ত উচ্চল তরুণী অথবা সুন্দরী, দীর্ঘাঙ্গী, স্মার্ট ভাবিদের আমন্ত্রণ জানাচ্ছি নিবিড় বন্ধুত্বের প্রত্যাশায়।— সোহেল, বক্স নং ২৭৭, সাপ্তাহিক ২০০০, ৯৬/৯৭ নিউ ইন্সটন রোড, ঢাকা-১০০০

\*\*\*

হিন্দু পাত্রী চাই : ঢাকায় স্থায়ী, মধ্যবিত্ত, ভদ্র পরিবারের বি.কম (৩১+ ৫ ফুট ৬ ইঞ্চি) ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী অমায়িক কায়স্থ পাত্রের জন্য ছোট পরিবারের (যে কোনো বর্ণের) চটপটে, সৎ পাত্রী চাই। ছবি ও বিস্তারিত বায়োডাটা পাঠান।— সুজিত গুহ, বক্স ২৭৯, সাপ্তাহিক ২০০০, ৯৬/৯৭ নিউ ইন্সটন রোড, ঢাকা-১০০০, balaka\_bd@yahoo.com

\*\*\*

বুয়েটের ইলেক্ট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার পাত্র (৩২) নম্র ও ভদ্র, নিজ নামে ঢাকায় ফ্ল্যাট এবং আগামী বছর বিদেশগামী। বিবিএ, কম্পিউটার সায়েন্স, এ লেভেল বা প্রাইভেট ইউনিভার্সিটির স্মার্ট পাত্রী আবশ্যিক।— ইখতিয়ার- ৯৬৭১৪৬৮ (রাতে বা ছুটির দিনে)।

প্রথম পর্বের  
বিজয়ীরা  
পেয়েছেন  
১৪টি পুরস্কার

## হরলিক্স-সাপ্তাহিক ২০০০

# কু ই জ প্র তি যোগি তা

শুরু হয়েছে দ্বিতীয় পর্ব, শেষ পর্ব

### মেগা পুরস্কার সব এ পর্বেই

জিতে নিন ফিলিপস্ ২১" কালার টিভি, ঢাকা-কলকাতা-ঢাকা  
বিমান টিকেট (৩টি), জুসার, পামটপ অর্গানাইজারসহ  
আরো অনেক আকর্ষণীয় পুরস্কার

দেখুন ৩৪ ও  
৩৫ পৃষ্ঠায়